ঐ রত্নের মালা গাঁথতে চেয়েছে, তখনই 'রশ্মি' শ্লিষ্ট হ'য়ে 'সূত্র' অর্থ নিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। **অলঙ্কার শ্লেষগর্ভ রূপক।**

(v) "তৃতীয় দশকের শেষবৈশাখে **কল্লোলের** কলধ্বনি শোনা গেল বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায়।"—জগদীশ ভট্টাচার্য্য।

—**'কল্লোল'**=(১) 'কল্লোল'-নামক বাঙলা মাসিক পত্রিকা; (২) মহাতরঙ্গ (বড় ঢেউ)। 'বাঙলা সাহিত্যে'র সূত্রে 'কল্লোল' পত্রিকার অর্থে সার্থক; 'কলধ্বনি'-সূত্রে 'কল্লোল' 'মহাতরঙ্গ' অর্থে সার্থক। আবার 'কলধ্বনি' কথাটির ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে জগদীশ পত্রিকা 'কল্লোলে'র উপর মহাতরঙ্গার্থক 'কল্লোল'-কে আরোপ ক'রে সৃষ্টি করেছেন **শব্দশ্লেষ-অনুপ্রাণিত ব্যঙ্গ্য রূপক অলঙ্কার।**

৩। পুনরুক্তবদাভাস

কোনো বাক্যে **একই অর্থে** একের বেশী শব্দ **বিভিন্নরূপে** ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে যদি মনে হয়, কিন্তু একটু মন দিলেই যদি দেখা যায় যে তারা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহ'লে যে অলঙ্কার হয় তার নাম **পুনরুক্তবদাভাস**।

'পুনরুক্ত' মানে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি: নদী, নদী। **'পুনরুক্তবৎ'** ('বৎ'=মতো) মানে শব্দের প্রতিশব্দরূপে আবৃত্তি: নদী, তটিনী। **'আভাস'** মানে দেখতে প্রতিশব্দরূপে পুনরাবৃত্তির মতন, কিন্তু অর্থ বিভিন্ন।

(i) সহসা **জলেশ পাশী** অস্থির হইলা—মধুসূদন।

—'জলেশ' আর 'পাশী' ছুটিরই অর্থ বরুণ। কিন্তু 'পাশী' কথাটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে **'পাশ' (অস্ত্রবিশেষ) আছে যাঁর** এই অর্থে। 'জলেশ পাশী'=পাশ অস্ত্রের অধিকারী বরুণদেব।

(ii) **"তনু দেহটি** সাজাব তব আমার আভরণে"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) **"তনু দেহ**খানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ী"— ঐ

—'তনু' আর 'দেহ' অর্থে এক; কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে **'তনু'**= **ছিপছিপে।**

কিন্তু, **"তনু** তোমার **তনু**লতা চোখের কোণে চঞ্চলতা" (রবীন্দ্রনাথ) এখানে কিন্তু একই 'তনু'-র পুনরুক্তি বিভিন্ন অর্থে; অলঙ্কার তাই **যমক।**

(iv) **"ত্রিযামা যামিনী** একা বসে গান গাহি,
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'ত্রিযামা', 'যামিনী' দুইয়েরই অর্থ রাত্রি। 'যাম' মানে প্রহর। কবি এখানে 'ত্রিযামা' কথাটি প্রয়োগ করেছেন 'রাত্রি' অর্থে নয়, **তিনপ্রহর ধ'রে** এই অর্থে। যামিনীর (রাত্রির) তিনটি প্রহরই অর্থাৎ **সারা** রাত্রিই (যামিনী) গান গাই—এই হ'ল বাক্যার্থ।

(৮) "বসন্ত বিদায় আজ সভাপতি **দ্বিজরাজ**
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ।"

—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

—দ্বিজরাজ = চন্দ্র ; সুধাকর = চন্দ্র। এখানে **সুধাকর** চন্দ্র নয়, সুধাময় কর অর্থাৎ কিরণ—সুধাময় কর দিয়ে দ্বিজরাজ (চন্দ্র) আজ বসন্তের (মহাপ্রয়াণ-পথযাত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের) শেষ সম্ভাষণ করছেন।

আবার, 'সুধাকরে করে' যমক।

৪। যমক

(দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দ্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক-ভাবে ব্যবহৃত হ'লে **যমক** অলঙ্কার হয়।)

(১) **'সার্থক' বা 'নিরর্থক'** বলার তাৎপর্য্য এই যে আবৃত্ত (repeated) বর্ণগুচ্ছের অর্থ (i) থাকতে পারে, (ii) নাও থাকতে পারে, (iii) একটি অর্থযুক্ত অপরটি অর্থহীন হ'তে পারে।

(২) **'নির্দ্দিষ্ট ক্রম'** মানে 'রাধা' যদি 'ধারা'-রূপে আবৃত্ত হয় অর্থাৎ বর্ণাবলীর বিন্যাসক্রমটি যদি পরিবর্ত্তিত হয়, যমক হবে না।

(৩) **'স্বরধ্বনিসমেত'** বলার কারণ এই যে 'পঞ্জর-পিঞ্জর' যমক নয়, অনুপ্রাস।

ধ্বন্যালোক কবিকে বলেছেন, 'বাপুহে, কাব্যে রসবন্ধনের ইচ্ছা যদি থাকে, যমকটিকে বাদ দিয়ো—অমন কৃত্রিম অলঙ্কার আর নাই।' কিন্তু যমক হ'লেই যে সে কৃত্রিম হবে একথা বলা চলে না। এমন উৎকৃষ্ট কবিতা সংস্কৃতে যথেষ্ট রয়েছে, যাতে যমক রসের [illegible] রোধ ক'রে দাঁড়ায় নাই। যমক কৃত্রিম হয় তখনই যখন কবি [illegible]মর বেঁধে [illegible]সেন যমক তৈরী করতে। একটি ভগবতী-স্তোত্র থেকে [illegible]টি দুই চরণ উদ্ধৃত ক'[illegible] দিই—

"শ্রিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজ[illegible] [illegible]রবক্ত [illegible]রতে,
সুনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধি[illegible]রক্সের [illegible]

দেবী জ্ঞানরূপা; তিনি এর মানে বুঝেছেন, ভক্তকবিকে বরও নিশ্চয় দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সসেমিরা অবস্থা। বড় কবিদেরও এমন বদ-খেয়াল চাপে, যেমন বিদ্যাপতির—

"**সারঙ্গ** নয়ন বচন পুন **সারঙ্গ**
সারঙ্গ তনু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ **সারঙ্গ**
কেলি করই মধুপানে॥"

কবিতা নয়, সারঙ্গরঙ্গশালা! সোজা কথায়, রাধার—

'নয়নে **হরিণী** বচনে **কোকিল** অপাঙ্গে **ফুলশর,**
কমলের বুকে মধু পিয়া তার খেলে দশ **মধুকর**।'—শ. চ.

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষবক্রোক্তি প্রভৃতির উপর মানুষমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক টান আছে। কবিরাও মানুষ। নানা কারণে তাঁরা কাব্যে এদের প্রয়োগ করেন। সীমার মধ্যে থাকলেই এরা সুন্দর, সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অসুন্দর। রবিকাব্যে এদের অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাই। অতি-আধুনিকদের কাব্যও বাদ যায় না। উদাহরণে এর প্রমাণ মিলবে।

অলঙ্কার-চন্দ্রিকার প্রথম সংস্করণে 'নিরর্থক' যমক-সম্পর্কে বলেছিলাম—অনুপ্রাস স্বরের অসাম্যেও হয়, সাম্যেও হয়। কাজেই আমাদের উদাহরণটিকে ('বঁধুর মধুর মনোহর রূপ'—ধুরম, ধুরম) ছেকানুপ্রাস বলব না কেন? এবার আর প্রশ্ন নয়; একে **ছেকানুপ্রাসই বলব**।

মন্তব্য ঃ বাঙলায় অলঙ্কার-সম্বন্ধে যে দুইএকখানি বই আছে, তাতে **আদ্য-মধ্য-অন্ত্য- এবং সর্ব্ব**-ভেদে চার রকমের যমকের কথা বলা হয়েছে।

(i) "**ভারত ভারত**খ্যাত আপনার গুণে"
(ii) "পাইয়া **চরণতরি তরি** ভবে আশা"
(iii) "মনে করি **করী করি** কিন্তু **হয় হয়**।"
(iv) "আটপণে আধসের কিনিয়াছি **চিনি**।
অন্যলোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি**"

এবং (v) **"কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।**
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে॥"

সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে যথাক্রমে এই উদাহরণগুলি (তৃতীয়টি ছাড়া)।

[শেষেরটির অর্থ—কান্তার=বনভূমি, দয়িতার; আমোদ=সৌরভ, আনন্দ; কান্ত=বসন্তকাল, প্রেমাস্পদ; সহকারে=সমাগমে, সঙ্গে। প্রথম পঙ্‌ক্তি=

বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি=দয়িতা প্রিয়সঙ্গে আনন্দিতা হয়েছেন।]

প্রথমটিতে একই চরণে আদ্য যমক, দ্বিতীয়টিতে একই চরণে মধ্য যমক, তৃতীয়টিতে একই চরণে অন্ত্য যমক ('হয়'=ঘোড়া, 'হয়'=ক্রিয়াপদ) এবং মধ্য যমক ('করী'=হাতী, 'করি'=ক্রিয়াপদ) আর চতুর্থটিতে দুচরণে অন্ত্য যমক। পঞ্চমটিতে দ্বিতীয় চরণটি প্রথম চরণের পুনরাবৃত্তি—সর্ব্বযমক।

(ক) **সার্থক** (সার্থক হ'লে শব্দগুলিকে বিভিন্নার্থক হ'তে হবে):

(i) "প্রভাকর **প্রভাতে প্রভাতে** মনোলোভা"—ঈশ্বর গুপ্ত।
—প্রভাতে=প্রাতে; প্রভাতে (প্রভা-তে)=জ্যোতিতে।

(ii) "অসম্বর **অম্বর অম্বর** পড়ে শিরে"—রামপ্রসাদ।
—অম্বর=বস্ত্র; অম্বর=আকাশ।

(iii) "নিরমল **নিরাকার নীরাকার** নয়"—ঈশ্বর গুপ্ত।
—যথাক্রমে, আকারহীন আর জলাকার।

(iv) "আবরিছে দিননাথে **ঘন ঘন**রূপে"—মধুসূদন।
—নিবিড়; মেঘ।

(v) "**মুরারি**মুরলীধ্বনিসদৃশ **মুরারি**"—মধুসূদন।
—প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয়টি 'অনর্ঘরাঘব'-রচয়িতা কবি।

(vi) "সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর **ক্রিয়াকর্ম্ম**-জ্ঞান!"—রবীন্দ্রনাথ।
—ক্রিয়াকর্ম্ম=আচার-অনুষ্ঠান; ক্রিয়াকর্ম্ম=ক্রিয়াপদ-কর্ম্মকারক।

(vii) "**ঘন** বনতলে এসো **ঘন**নীলবসনা"—রবীন্দ্রনাথ।
—ঘন=নিবিড়; ঘন=মেঘ (মেঘের মতন নীল—'ঘননীল')।

(viii) "**রক্ত**মাখা অস্ত্রহাতে যতো **রক্ত**আঁখি"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "**চাহি** না **চাহি**তে আর কারো প্রতি"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "কবির রমণী বাঁধি কেশ**পাশ**
বসি একাকিনী বাতায়ন**পাশ**"—রবীন্দ্রনাথ।
—এটিতে অন্ত্যযমক।

(xi) "আশার স্বপন **ফলে** কি হোথায় সোনার **ফলে**?"—রবীন্দ্রনাথ।
—প্রথমটি ক্রিয়াপদ (নামধাতু); দ্বিতীয়টি বিশেষ্য।

(xii) "**অর্থ** চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি ;
রাজস্বপ্নে **অর্থ** নাই যত মাথা খুঁড়ি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "**অর্থ** তোমার বুঝে কেবল লোকে,
তোমার **অর্থ** বুঝবে বলো কবে।"
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

(xiv) "সত্য কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ ? মিছে এত **বড়** হলি।"
—যতীন্দ্রমোহন।

(xv) "**জীবে** দয়া তব পরম ধর্ম্ম, '**জীবে**' দয়া তব কই ?"
—কবিশেখর কালিদাস।

—রূপ গোস্বামীর প্রতি সনাতন গোস্বামীর উক্তি। ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীকে শ্রীরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন ; উক্তির উপলক্ষ এই। দ্বিতীয় 'জীব' জীব গোস্বামী।

(xvi) "আঁধারের **কালি কালি**র লিখন একাকার করি দিল"
—মোহিতলাল।

(xvii) "ভোজন কর **কৃষ্ণজীরে**, ভজন কর **কৃষ্ণজীরে**"—দাশরথি।

—শ্রীকৃষ্ণের ভারি অসুখ ; শ্রীকৃষ্ণই আবার যাচ্ছেন কবিরাজ সেজে তাঁর চিকিৎসা করতে। বৃন্দার সঙ্গে পথে কবিরাজমশায়ের দেখা। বৃন্দার আবার এক ব্যারাম হয়েছে—সবই তিনি কালো দেখছেন। কবিরাজ তাঁকে বাতলে দিলেন ওষুধ। **'কৃষ্ণজীরে' কালোজীরে** (সত্যই বায়ুনাশক) ; **কৃষ্ণজীরে = কৃষ্ণজী-রে** (-কে) = **শ্রীকৃষ্ণকে**।

(xviii) "আর কি শুধু **আসার আশায়** ভুলি ?"
—কবিশেখর কালিদাস।

(xix) "পেয়েছে সে
নবঘন**শ্যাম শ্যামে** তার"—যতীন সেন।

—'শ্যাম' বর্ণ ; 'শ্যাম' শ্রীকৃষ্ণ।

(xx) "ধানের **শীষে** আগুনের **শীষ**—সমস্ত মাঠ ভ'রে গেছে এখন সোনার আমেজে"—অচিন্ত্যকুমার।

(xxi) "**আসা** তার পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে খোলে **আশা**"—বিষ্ণু দে।

(xxii) "**পুরনারী** না হ'লেও নারীর স্বভাবে **পুরো নারী**"
—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য ঃ 'আসা-আশা', 'পুরনারী-পুরো নারী', **'স-শ' 'র-রো'-সত্ত্বেও যমক**। বাঙলায় বর্ণধ্বনির সাম্যবিচার বহুক্ষেত্রে চলে তার প্রকৃতিগত উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পথে। এর বিশদ আলোচনা ক'রে এসেছি অনুপ্রাস-প্রসঙ্গে। আমাদের 'শষস' সবই উচ্চারণে **'শ'** (sh)। বাঙলা শব্দের **অন্ত্য 'অ'**ধ্বনি যেখানে উচ্চারিত, সেখানে প্রায় সবক্ষেত্রেই তার উচ্চারণ ও-বৎ—'পুরনারী' উচ্চারণে স্বভাবতঃই **'পুরো**নারী'। সুতরাং সংজ্ঞার 'স্বরধ্বনিসমেত' লক্ষণটি এখানে মিলছে না, একথা মনে করা ভুল। তারপর **'শ্যাম-শ্যামে', 'শীষে-শীষ' ঃ** শ্যামে=শ্যাম (+'এ' বিভক্তিচিহ্ন), শীষে=শীষ (+'এ' বিভক্তিচিহ্ন)। বিভক্তিচিহ্ন স্বরধ্বনির বৈষম্য ঘটিয়েছে। এ অবস্থায় **যমক না ব'লে অনুপ্রাস** বলাই উচিত ছিল। কিন্তু অনুপ্রাস বলা চলে কি? **চলে না**। চলে না এই কারণে যে অনুপ্রাসজনিত আনন্দের উৎস শুদ্ধ বর্ণধ্বনির সাম্য আর **সার্থক যমকে** আনন্দ **ধ্বনিসাম্য এবং অর্থ-বিভিন্নতার মিলন** হ'তে উৎসারিত। এখন, যে যমকও হচ্ছে না আবার অনুপ্রাসও হচ্ছে না, অথচ একটা কিছু হচ্ছে এবং তা সুন্দর, সেই 'শ্যাম-শ্যামে' 'শীষে-শীষ'কে কি বলব?

বলব—**যমকই**।

আমরা বলছি **সার্থক** যমকের কথা। **বর্ণগুচ্ছের অর্থ থাকলে সে** আর শুধু বর্ণগুচ্ছ নয়, **প্রাতিপদিক**। এই প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যোগ হ'লে, তার নাম হয় পদ। বাঙলায় বিভক্তিচিহ্ন সকল পদে দেখা যায় না। আমাদের 'শ্যাম', 'শীষ' এমনি চিহ্নহীন পদ; 'শ্যামে' 'শীষে' বিভক্তিচিহ্নযুক্ত পদ। কোনো শব্দালঙ্কারে বিভক্তি যদি বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে অলঙ্কারত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় বিভক্তিচিহ্নকে উপেক্ষা ক'রে প্রাতিপদিককে পূর্ণমূল্য দিয়ে। 'ধানের শীষে আগুনের শীষ' শুনলেই মন দেখতে পায় বিভিন্ন অর্থ নিয়ে 'শীষ' শব্দটার খেলা, বিভক্তিচিহ্ন চোখেই পড়ে না। বাঙলায় এই পথে চলতে হবে। একে **'লাটানুপ্রাস'** বলা অসম্ভব; কারণ এ অনুপ্রাসে হয় **অর্থসমেত শব্দের পুনরাবৃত্তি; অর্থের একটু পার্থক্য হয় তাৎপর্য্যে ঃ**

"নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে **কালো**র উপরে **কালো**"— চণ্ডীদাস।

এখানে দ্বিতীয় 'কালো'টি কালো-ই (Black)। **তাৎপর্য্য নিবিড় কালো** (যেহেতু কাজল)। এখানে লাটানুপ্রাস, যমক নয়। **আমাদের উদাহরণে অলঙ্কার যমক**। এমনি আরও কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(xxiii) **"মঙ্গল** করুন তিনি **মঙ্গলের** দেশে।"—ঈশ্বর গুপ্ত।

'তিনি'—বেদানা। দ্বিতীয় **'মঙ্গল'** মঙ্গোলীয় জাতি।

(xxiv) **'সংসারে** সবই **সং, সার** ব'লে কিছুই নাই।'—শ. চ.

(xxv) "মানস**সরসে**
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।"—মধুসূদন।

(xxvi) **"চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার"** —বঙ্কিমচন্দ্র।

(xvii) "কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হ'লে তিনি **বিদ্যাসুন্দর** রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে **বিদ্যা ও সুন্দরের** অপূর্ব মিলন সংঘটিত হ'ত।"
—বীরবল।

(xviii) "আমার **সুবাদে**! দেখি আজ থেকে সমস্ত **সু বাদ** দিলাম দিদি"—অচিন্ত্যকুমার।

(খ) একটি সার্থক অন্যটি নিরর্থক ঃ

(i) "তারার যৌ**বন-বন**-ঋতুরাজ তুমি"—মধুসূদন।

(ii) "যৌ**বনে**র **বনে** মন হারাইয়া গেল"—জ্ঞানদাস।

(iii) "করেছ ভ্রমণ মম যৌ**বন-বনে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "ভীষণ অশনিসম প্রহ**রণে রণে**"—মধুসূদন।

(v) "কালা**গুরু**র **গুরু** গন্ধ লেগে থাকতো সাজে"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "গলায়ে গলায়ে বা**সনা**র **সোনা**"— ঐ
(বাঙলা উচ্চারণগত ধ্বনিসাম্য)

(vii) "মা**সীমা**র **সীমা**তেও আমি আসিনি।"—অচিন্ত্যকুমার।

(viii) "প্রবীণ প্রা**চীন চীন"** —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "নানা বেশভূষা হীরা রুপাসোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা।"— ঐ
(র্+**উপাসনা, উপাসনা**)

মন্তব্য ঃ মনে রাখতে হবে যে পদ্যে অন্ত্যযমক দুই চরণের অন্ত্যপদ নিয়ে সৃষ্ট হ'লে, পদদুটি সহজেই অন্ত্যানুপ্রাসও হ'য়ে যায়—

"যাইতে মানস-**সরে**
কার না মানস **সরে** ?"

এখানে 'সরে-সরে' একাধারে যমক আর অন্ত্যানুপ্রাস দুইই। আমাদের এই (ix) উদাহরণটিতে অন্ত্যানুপ্রাস এবং 'নিরর্থক-সার্থক' লক্ষণের অন্ত্যযমক দুটিই বর্ত্তমান।

(x) "**মলে**র ঝল**মলে** চরণ টলমল"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(xi) "নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার প**রশ-রস**তরঙ্গে"—রবীন্দ্রনাথ।

(xii) "**পরশে** তার **রসে** তরুণ বাসি ফুলের হার"—করুণানিধান।

(xiii) "**আরণ্য**-আশ্রম নেই, কিন্তু তার জায়গা জুড়েচে সা**ধারণ্য**-আশ্রম। এখন দেশে **আরণ্যক** পাওয়া যায় না, কিন্তু **সাধারণ্যকের** সংখ্যা কম নয়।"

(**আরণ্য**, সাধ্+**আরণ্য** ; **আরণ্যক**, সাধ্+**আরণ্যক**)

(xiv) "আছি গো তা**রিণী ঋণী** তব পায়"—দাশরথি।

(xv) "শে**ফালি** রায়ের সঙ্গে আমার এক **ফালি**ও পরিচয় নেই"

—অচিন্ত্যকুমার।

বাঙলায় একই শব্দের ভিন্নার্থে দুই বা ততোধিকবার আবৃত্তি যমক ব'লে মানা হয়। শাস্ত্রের জটিলবিচারমূলক সূক্ষ্ম বিভাগ বাঙলা যমকে আমরা কতকটা পরিহার ক'রেই চলি। আদ্য, মধ্য, সর্ব্বরূপ যমকভেদ ছাড়াও একজাতীয় যমক আমাদের এককালে খুব প্রিয় ছিল। দাশরথি, নীলকণ্ঠ, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র এইপ্রকার যমকসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা মাত্র **দাশরথির** রচনা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম :

(i) "(আমার) কাজ কি গোকুল ? কাজ কি গো কুল ?
ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল…"

(ii) "কাজ কি বাসে ? কাজ কি বাসে ?
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে যার হৃদয়ে বাসে
সে কি বাসে বাস করে ?"

(iii) "বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর
অবসর হয় না সর দিতে।
সর সর ক'রে ত্রিভঙ্গ হয় বাছার স্বরভঙ্গ
বাক্যশর হানে আবার তাতে ॥"

যমকের সঙ্গে Pun (Paronomasia)-এর **কতকটা** মিল আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

"In cards a **good deal** depends on good playing and good playing depends on a **good deal.**" প্রথম good deal = much ; দ্বিতীয় good deal = good distribution of cards।